আদালতে নেওয়ার পথে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ছাত্রলীগ নেতা টুটুলের

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুলকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে নেওয়ার পথে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিতে দেখা গেছে। এ সময় তিনি নিজের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য দেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মেহেরপুর থানা চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় বুধবার দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

থানা হেফাজত থেকে আদালতে নেওয়ার সময় উপস্থিত লোকজনের সামনে টুটুল বলেন, “আমি অপরাধী নই। বিনা অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি মানুষের জন্য রাজনীতি করেছি, সাধারণ মানুষের সেবা করার জন্য রাজনীতি করেছি। আজ আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুধু আমি ‘জয় বাংলার’ লোক বলে।”

তিনি আরও বলেন, “যদি জয় বাংলা করা অপরাধ হয়, তাহলে আমি সেই অপরাধে অপরাধী। তবে মনে রাখবেন, আজ যারা আমাকে অপরাধী বানিয়েছেন, কাল একদিন তারাও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন।”

বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, “মানুষের মুক্তির জন্য শেখ হাসিনা আবার দেশে ফিরে আসবেন এবং দেশের মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করবেন।”

এ সময় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, “আপনি আজ আমাদের রাজনৈতিক অধিকার সীমিত করেছেন। একদিন আপনার দলের রাজনৈতিক অধিকারও সীমিত হতে পারে।” পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মন্তব্য করেন তিনি।

টুটুলের বক্তব্য ও ‘জয় বাংলা’ স্লোগানকে ঘিরে থানা চত্বরে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন বলেন, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় রাকিবুল ইসলাম টুটুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালতে সোপর্দ করার পর আদালতের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পোস্টারিংয়ের প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে দিনের আলোতেই নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের পোস্টারিংয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে ছাত্রদল।

আজ শনিবার রাতে মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজিস ইউসুফ রামিক। এসময় নেতাকর্মীরা নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

ছাত্রদল নেতারা অভিযোগ করেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব আহমেদ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডিতে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওতে তাকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, ডিসি অফিসের সামনে, আদালত গেটসহ বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগাতে দেখা যায় বলে তারা দাবি করেন।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর ছাত্রদল নেতা বাপ্পি ও বাধন, বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল হক, সদর উপজেলা ছাত্রদলের নেতা লাভলু, লিমন ও তৌকির, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের নেতা মাহফুজ জুবায়েরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

এসময় বক্তারা বলেন, “নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে পোস্টারিং করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”

মেহেরপুরে দিনের আলোতেই নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পোস্টারিং; ভিডিও ভাইরাল

সারা দেশে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের পোস্টারিং ও ঝটিকা কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার মধ্যেই মেহেরপুরে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে পোস্টার লাগানোর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

আজ শনিবার মেহেরপুর সরকারি কলেজ গেট, এআরবি কলেজ গেট এবং জেলা ও দায়রা জজ আদালতের প্রাচীরে পোস্টার লাগানো হয়েছে। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুকে) পোস্ট করা হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, দিনের আলোতেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার গেটে পোস্টার লাগানো হচ্ছে। স্থানীয় রাজনৈতিক সূত্র ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দাবি, ভিডিওতে পোস্টার লাগাতে দেখা যাওয়া ব্যক্তি মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পদপ্রার্থী কুতুব উদ্দীন আহমেদ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত একটি বিবৃতিতে দাবি করা হয়, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশনায় মেহেরপুর জেলা শাখা এই কর্মসূচি পালন করেছে। সেখানে বলা হয়, রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবিতে, সংগঠনের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা ‘মিথ্যা মামলা’ প্রত্যাহারের দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া পোস্টারে ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, মেহেরপুর জেলা শাখা’র নামে ১৩ দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ, জনস্বাস্থ্য ও শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি জোরদার, যুবকদের কর্মসংস্থান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ নিশ্চিত করা, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং ছাত্রলীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি পদপ্রার্থী কুতুব উদ্দীন আহমেদ তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন, “গুপ্ত নয়, সুপ্ত নয়, রাতের আঁধারে নয়, দিনের আলোতেই চলবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কার্যক্রম।”

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, ‘আজ শনিবার সম্ভবত বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে ছাত্রলীগের ওই নেতা পোস্টারিংয়ের কাজ করে ফেসবুকে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

সাবেক মন্ত্রীর ভাই মৃদুলের সম্পত্তি ক্রোকের প্রক্রিয়ায় প্রশাসন

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই যুবলীগ নেতা শহীদ সরফরাজ মৃদুলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। আদেশ বাস্তবায়নে প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। আগামী সপ্তাহে ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন হতে পারে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৪ সালে এনআই এ্যাক্টের ১৮ ধারায় মেহেরপুরের যুগ্ম দায়রা জজ ২য় আদালতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে ১কোটি ৮০ লাখ

টাকার চেক ডিজঅনার মামলা করেন তার ব্যবসায়ী অংশিদার দেবাশীষ কুমার বাগচি। যার মামলা নম্বর- এস.সি-১৫৬/২০২৪।

ওই মামলায় ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত সরফরাজ হোসেনের মৃদুলকে ১কোটি ৮০ লাখ টাকার দ্বিগুন জরিমানা ও এক বছরের সাজা প্রদান করে রায় দেন। রায় ঘোষণার নির্দিষ্ট সময় পার হলেও আসামি সরফরাজ হোসেন মৃদুল কোন আপিল করেননি।

পরবর্তিতে ২০২৬ সালের ২৯ জানুয়ারি বাদি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৮৬ ধারা মতে জরিমানা টাকা আদায়ের জন্য একই আদালতে আবেদন করেন। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও মালামাল ক্রোক করার জন্য মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে নির্দেশ দেন। একই আদেশের কপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠানো হয়।

আসামী শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩কোটি ৬০ লাখ টাকা সমপরিমাণ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকায় আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ৩টি সিলিং ফ্যান, ১টি ফ্রিজ, ২টি খাট, এক সেট সোফা, ২টি আলমিরা, ১টি ড্রেসিং টেবিল, ১টি এসি। যেগুলোর মুল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১লাখ ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়া স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজায় ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২.৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০.০০৩২ একর জমি, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০.০২৭৫ একর জমি, একই খতিয়ানের ভিন্ন দাগে ০.০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানের ০.০৪২১ একর জমি, হরিরামপুর মৌজায় ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০.৪৬ একর জমি। মোট অস্থাবর সম্পত্তি ৩.৩৬৪৫ একর জমি যার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

মামলার বাদি দেবাশীষ কুমার বাগচি জানান, আদালত আড়াই মাস আগে ক্রোক আদেশ দিয়েছেন। আড়াইমাস পেরিয়ে গেলেও জেলা প্রশাসন থেকে এখনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।হবে, হচ্ছে বলে শুধু দিন পার করছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানিয়েছেন, “ ক্রোক আদেশের কপি পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ বলেন,“ক্রোকের আদেশ পাওয়ার পর সাবেক ভিসি স্যার এসি ল্যান্ড কে তদন্ত দিয়েছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে ডিসি স্যার কে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে স্যার বদলি হয়ে যাওয়ায় ক্রোক আদেশ বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হচ্ছে। তবে আশা করি আগামী সপ্তাহে আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতে পারবো।”

ঝিনাইদহে ছাত্রলীগ নেতাসহ ৩ জন ইয়াবাসহ আটক

নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাহিদ হাসান সবুজসহ তিনজনকে ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ আটক করেছে মাগুরা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

গতকাল শনিবার (১২ এপ্রিল) রাত ৯টার দিকে মাগুরা শহরের রতন হোটেলের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আবু জাফর বিশ্বাসের ছেলে ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান সবুজ, একই উপজেলার চাপড়ী গ্রামের মৃত দয়াল চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে দিপ্ত বিশ্বাস এবং একই গ্রামের হামিদ মিয়ার মেয়ে তমা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাগুরা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি মুন্সি রাসেল হোসেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাগুরা শহরের ঢাকা রোড এলাকায় ডিবি পুলিশের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মাদক বিক্রির সময় হাতেনাতে তিনজনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৩০০ পিস ইয়াবা, মাদক বিক্রির নগদ ৩ লাখ টাকা এবং মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত ২টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

এদিকে, আটক ছাত্রলীগ নেতা নাহিদ হাসান সবুজকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আচরণের কারণে ইতিপূর্বে তার বাবা আদালতের মাধ্যমে

‘ত্যাজ্যপুত্র’ ঘোষণা করেছিলেন। সে সময় বিষয়টি দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডেকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাকে গুলি

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা, সদরপুর এলাকায় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডেকে নিয়ে শফিকুল ইসলাম আজম (৫২) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে সদর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুর্বৃত্তদের ফেলে যাওয়া তিন রাউন্ড গুলি, ম্যাগাজিন ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে।

রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের সদরপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
শফিকুল ইসলাম ওই ইউনিয়নের বিলআমলা গ্রামের মৃত আবুল মণ্ডলের ছেলে। তিনি আমলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় শফিকুল ইসলাম সদরপুর বাজারে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ছিলেন। এ সময় কয়েকজন তাঁকে প্রতিষ্ঠান থেকে বাইরে ডেকে নেয়। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

কুষ্টিয়ার সহকারী পুলিশ সুপার (মিরপুর সার্কেল) মুহাম্মদ মাহমুদুল হক মজুমদার বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থল থেকে তিন রাউন্ড গুলি ও ম্যাগাজিন জব্দ করা হয়েছে।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, ডান চোখ, বাম চোয়াল ও পেটের ওপর গুলি করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, পেটে

লাগা গুলি ভেতরের রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যার কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে ঢাকায় রেফার করা হয়েছে।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করলেন বিএনপি নেতা

মেহেরপুরের গাংনীতে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আজ সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতদের মধ্যে সাহারবাটি গ্রামের কড়ইতলা পাড়া এলাকার ইমন আলীর স্ত্রী রিয়া খাতুন (৪০), তরিকুল ইসলামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৩), চাঁদ আলী মোল্লার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৬০), মুন্তাজ আলী (৫০), নেঙ্গার আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম (৫০), মাঠপাড়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মিথুন হোসেন (৩০), সামসদ্দীনের ছেলে আইনাল হক (৫০), আনসারুল ইসলাম (৬৫) ও তার স্ত্রী শাহানারা বেগম (৬০) রয়েছেন। অপরদিকে হামলাকারী বিএনপি নেতা দবির হোসেনের ভাই আব্দুল খালেক ও আব্দুল মালেক আহত হয়েছেন।

বিএনপি নেতা দবির হোসেন জানান, বিগত ১৭ বছর ধরে স্থানীয় ইউপি সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী তাদের পরিবারের ওপর নির্যাতন-জুলুম চালিয়ে আসছিলেন। তারা তাদের গোয়ালের গরু পর্যন্ত নিয়ে গেছে এবং মাঠের ফসল তুলতে দেয়নি। তাই ‘মারের বদলে মার’ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী জানান, ৫ তারিখের পর থেকেই দবির উদ্দীন তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। তারা বেশ কয়েকবার চাঁদা দিয়েছেন। আজ আবারও চাঁদা চেয়ে না পেয়ে তার বাবা-মায়ের ওপর হামলা চালানো হয়। বর্তমানে তার বাবা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, সকালের মারামারির পর সেখানে পুলিশ গিয়েছিল। আবারও সন্ধ্যায় মারামারি হয়েছে এমন খবর পাওয়ার পরপরই সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকা শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর পৌর আ. লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুলের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুলের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শনিবার ভোরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ইকবাল হোসেন বুলবুল শহরের বোসপাড়ার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ছহিউদ্দীন বিশ্বাসের মেজ ছেলে এবং সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের মেজো ভাই।

জানাজায় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে উপস্থিত হন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইকবাল হোসেন বুলবুলের বড় ভাই সহিদ

সাদেক হোসেন (বাবুল), জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফুল এনাম বকুল, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ তার আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল আর নেই

সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের মেজো ভাই মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শনিবার ভোরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

ইকবাল হোসেন বুলবুল শহরের বোসপাড়ার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ছহিউদ্দীন বিশ্বাসের মেজ ছেলে।

তার মৃত্যুতে মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

মরহুমের জানাজার নামাজের সময় ও স্থান পরে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

ছিলেন, এছাড়াও জেলা উপজেলার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ হাজার হাজার জনগণ উক্ত জানা যায় অংশগ্রহণ করেন।

এর আগে খেলার মাঠেই রাষ্ট্রীয়ভাবে তার লাশের গার্ড অফ অনার প্রদান করা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং সালাম প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, গতকাল শুক্রবার রাত এগারোটার দিকে ঢাকা স্কয়ার হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।